কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ... ২ ......

জঙ্গিবিরোধী খুতবার বিরোধিতা শিক্ষক গ্রেপ্তার

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা জামে মসজিদে গত শুক্রবার জুমার নামাজের সময় জঙ্গিবিরোধী খুতবা বয়ানের বিরোধিতা করেছেন এক স্কুল শিক্ষক। তাঁর নাম মমতাজুর রহমান রায়হান (৫৫)। পরে খবর পেয়ে ওই দিন রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রায়হান ভুলতা স্কুল অ্যান্ড কলেজে কৃষিবিষয়ক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার জয়াগ গ্রামে।

জঙ্গিবিরোধী খুতবার বিরোধিতা করায় ওই মসজিদের ইমাম মাওলানা সাইফুল ইসলামসহ স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরে তারা স্থানীয় সংসদ সদস্যকে বিষয়টি অবহিত করে। এরপর তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জুমার নামাজে বিশেষ বয়ান নির্ধারণ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সে অনুযায়ী জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ সারা দেশের বিভিন্ন মসজিদে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের উদ্দেশে বয়ান করেন ইমামরা।

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ২

জঙ্গিবিরোধী খুতবার বিরোধিতা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিক্ষক মমতাজুর রহমান রায়হানের বাড়ি কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার জয়াগ এলাকায়। তাঁর বাবার নাম আলী আকবর। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএমসি (এজি) অ্যাগ্রিকালচার বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। এরপর নরসিংদীর একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১০-১৫ বছর ধরে তিনি পরিবার নিয়ে ভুলতা স্কুল অ্যান্ড কলেজের পেছনে হাসপাতালের সরকারি কোয়ার্টারে বসবাস করছেন। কুমিল্লায় তাঁর ভাইয়েরা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে তিনি জামায়াত বা অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না তা জানা যায়নি। তবে পুলিশ বলছে, বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সারা দেশের মতো রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সাইফুল ইসলাম জুমার নামাজে জঙ্গিবিরোধী বয়ান করেন। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে শিক্ষক মমতাজুর রহমান ইমামের কাছে জঙ্গিবিরোধী বয়ানের বিরোধিতা করে এর ব্যাখ্যা চান। ইমামসহ উপস্থিত মুসল্লিরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের থামিয়ে দেন ওই শিক্ষক। একপর্যায়ে জঙ্গিবিরোধী বয়ানের বিরোধিতা করে শিক্ষক মমতাজুর রহমান রায়হান ইমামকে উদ্দেশ করে বলেন, 'কোরআনের কোথায় এসব জঙ্গিবিরোধী বয়ানের কথা লেখা আছে?' ইমামকে শাসিয়ে তিনি আরো বলেন, 'জঙ্গি নামের মানে জানেন? জঙ্গির ঠ্যালা বুজবেন পরে।' এ সময় ওই শিক্ষকের সঙ্গে মুসল্লিদের তর্কবিতর্ক চলে। একপর্যায়ে মুসল্লিরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বিষয়টি স্থানীয় সংসদ সদস্যকে অবগত করে।

ভুলতা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সাইফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, "শুক্রবার জুমার নামাজের আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দেওয়া জঙ্গিবিরোধী খুতবা বয়ান করি। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর স্থানীয় মুসল্লি হুমায়ুন কবির মোল্লার সামনে শিক্ষক মমতাজুর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'জঙ্গি অর্থ কী?' আপনারা তো সরকারের চাকরি করেন, তাই সরকারের কথা বলেন। সামনে ইমামদের জন্য কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।"

এ ব্যাপারে স্থানীয় মুসল্লি আবুল কালাম বলেন, 'যারা জঙ্গিবাদের পক্ষে কথা বলে তাদের ব্যাপারে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাই।'

নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক) বলেন, 'রূপগঞ্জের মাটিতে জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই। যারা জঙ্গিবাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।'

ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রবিউল ইসলাম বলেন, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে শিক্ষক মমতাজুর রহমান রায়হানকে ভুলতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

রূপগঞ্জ থানার ওসি ইসমাইল হোসেন জানান, স্কুল শিক্ষক মমতাজুর রহমান রায়হানের বিরুদ্ধে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। শনিবার সকালে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ আদালতে নিয়ে রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত রিমান্ড আবেদনের শুনানির জন্য পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন।